Commemoration Ceremony of the 30th Anniversary of the 'United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982'

1982-2012

Ministry of Foreign Affairs

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের' ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ সংরক্ষণে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনটির গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এই সম্পদের যথাযথ আহরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া আমাদের তৈরি জাহাজ নৌবাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে এবং বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে, যা আমাদের গর্বের বিষয়। তাই জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন যথাযথ প্রয়োগ করত: সুষ্ঠু সমুদ্র ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবী। সমুদ্র দূষণমুক্ত রাখতে এবং এর সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

'যে সম্পদ আমরা পেয়েছি, তা উৎসর্গ করছি নতুন প্রজন্মের প্রতি। আমি মনে করি এই বিজয়ের পতাকা তারা ধারণ করে এগিয়ে যাবে আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনার জন্য'

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
২৮ এপ্রিল ২০১২, জাতীয় সংসদ ভবন চত্বর

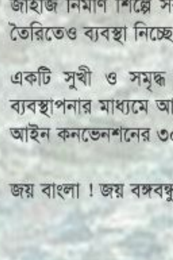

পররাষ্ট্রমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

'জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ (ত্রিশ) বছর পূর্তি' উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জাতিসংঘের পাশাপাশি বাংলাদেশে ৩০ (ত্রিশ) বছর পূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা।

১৯৮২ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। এই আইনের অধীনে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৯ই জুলাই, ২০০১ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই কনভেনশনটি অনুসমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাইসমিক তথ্যাদি জাতিসংঘের মহীসোপানে সীমা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কমিশনে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ সালে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগর এবং সাগর সম্পদের উপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এরই সূত্র ধরে গত ১৪ই মার্চ, ২০১২ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধের মীমাংসার রায় এদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে ১২ নটিক্যাল মাইলের রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে অবস্থিত সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত "Highly Migratory Fish Stocks & Straddling Fish Stocks Agreement" অনুসমর্থন করেছে।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ছোট এই দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ যখন ১৫ কোটি মানুষের চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে তখন সমুদ্রের বিশাল জলরাশি, তলদেশের জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা, আমিষ ঘাটতি পূরণ এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার।

বর্তমান সরকার সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং মৎস্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় নৌবাহিনীকে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে দেশি-বিদেশি জাহাজে দস্যুতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক চাহিদা পূরণে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সরকার যেমন দৃষ্টি দিচ্ছে তেমনি আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতেও ব্যবস্থা নিচ্ছে।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের সবার প্রত্যাশা। সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদের সুষ্ঠু ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব। আমি "জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ (ত্রিশ) বছর পূর্তি" -উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা ! জয় বঙ্গবন্ধু !

ডাঃ দীপু মনি, এমপি

বাংলাদেশের উন্নয়নে সমুদ্র, সমুদ্র-যোগাযোগ পথ এবং সমুদ্র সম্পদ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে দেশ সমুদ্রকে যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছে সে দেশ তার অর্থনীতিকে তত বেশি এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২.৩% এর বসবাসস্থল বাংলাদেশের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল তথা ITLOS বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র নির্ধারণী মামলার রায়ে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে সেন্টমার্টিন্স দ্বীপে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EEZ) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের উপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমরা অনেকেই সমুদ্র দেখিছি কিন্তু এদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রের অবদান সম্বন্ধে আমরা কি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল? তাই বাংলাদেশের উন্নয়নে সমুদ্র, সমুদ্র-যোগাযোগ পথ এবং সমুদ্র সম্পদের অবদানের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোকপাত করা হলঃ

সমুদ্র-যোগাযোগ পথ ও সমুদ্র পরিবহন ঃ

- বার্ষিক বৈদেশিক বাণিজ্যের (রপ্তানি ২৩ বিলিয়ন ডলার, আমদানী ৩২ বিলিয়ন ডলার) প্রায় ৯০ শতাংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে আগত ২৫০০ বাণিজ্যিক জাহাজের সাহায্যে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে নিরাপদে সম্পন্ন হচ্ছে।
- বেসরকারি মালিকানায় বাংলাদেশি সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা যেখানে ২০০৮ সালে ছিল ২৬, সমুদ্র পরিবহনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তার সংখ্যা এখন ৬৯। ফলে মালামাল পরিবহন/চার্টার খাতে বিদেশি জাহাজগুলোকে প্রতি বছর যে ৬ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হত তা এখন অনেক কমে এসেছে।
- আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি জাহাজ সমুদ্র পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দেশে গড়ে উঠেছে শিপিং এজেন্সী, Stevedoring, Ship-chandler, ফ্রেইট-ফরোয়ার্ডিং, ব্যাংকিং এবং বীমা। যার ফলে লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রার আশ্রয় হচ্ছে। অর্থনীতিতে সমুদ্র পরিবহন ব্যবসার Multiplier Effect এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বহুলভাবে উপকৃত হচ্ছে।
- অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন খাতে ২০০৮ সালে যেখানে রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ হাজারে। ফলে স্বল্প খরচে নদী ও সমুদ্র দিয়ে মালামাল পরিবহন করা সম্ভবপর হচ্ছে।
- ঢাকার অদূরে পানগাঁও-এ নদী পথে Container পরিবহনের লক্ষ্যে নির্মিতব্য প্রথম Container Terminal টি চালু হলে Container পরিবহনের খরচ দৈনিক প্রায় ৩০% হ্রাস পাবে। দেশের প্রধান মহাসড়কগুলোর উপর হতে চাপও কমে যাবে। সমুদ্র পরিবহনের ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা মনে রেখে সোনাদিয়ায় Deep Sea Port নির্মাণের কাজও প্রক্রিয়াধীন
- বাংলাদেশের অধিকারভুক্ত EEZ এ অদ্যাবধি কোন জলদস্যুতার ঘটনা ঘটেনি। এমতাবস্থায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে High Risk Piracy Prone Area এর তালিকা থেকে International Maritime Bureau বাংলাদেশের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

মৎস্য সম্পদ ঃ

- বাংলাদেশের মিঠা পানিতে যেখানে ২৫০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়, সেখানে বঙ্গোপসাগরে রয়েছে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ। বঙ্গোপসাগরে প্রতিবছর ৬.৬ মিলিয়ন মেঃ টন মাছ ধরা পড়ে। এর মধ্যে মাত্র ০.২৯ মিলিয়ন মেঃ টন মাছ আমাদের মৎস্যজীবীরা আহরণ করে।
- আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে উপকূলীয় প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের জীবিকা। বড় ট্রলারের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বঙ্গোপসাগরে বর্তমানে ৫০,০০০-৬০,০০০ মাছ ধরার ছোট ট্রলার/নৌকা ব্যবহার করে তারা বাংলাদেশের জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।
- অতিসম্প্রতি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত "Highly Migratory Fish Stocks & Straddling Fish Stocks Agreement" অনুসমর্থন করায় ২০০ নটিক্যাল মাইলের ভিতরে ও বাইরে গভীর সমুদ্রে বড় বড় ট্রলার দ্বারা মৎস্য আহরণ সম্ভব হবে।
- বঙ্গোপসাগরে বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে মৎস্য শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে একটি মৎস্য জরিপ জাহাজ ক্রয় বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- অধিকতর সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের মাধ্যমে যেমন মাথাপিছু দৈনিক প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনি সামুদ্রিক মাছের ঔষধি গুণাগুণ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গবেষণার পথও উন্মুক্ত হবে।

খনিজ সম্পদ ঃ

- সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে লবণ উৎপাদন শিল্প। সমুদ্রের লোনা পানিকে আটকিয়ে সূর্যের তাপ ব্যবহার করে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লক্ষ টনেরও বেশি উৎপাদিত লবণ দেশের চাহিদা পূরণ করছে।
- বঙ্গোপসাগর থেকে গ্যাস হাইড্রেট (যা থেকে মিথেন গ্যাসের উৎপাদন সম্ভব), পলিমেটালিক ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস্ (যাতে কপার, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল, কোবাল্টসহ মূল্যবান ধাতু রয়েছে) বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে। গ্যাস হাইড্রেট, পলিমেটালিক ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস্ ছাড়াও পলিমেটালিক সালফাইড এবং কোবাল্ট সমৃদ্ধ ফেরোম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট আমাদের EEZ/মহীসোপানে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এসেছে।
- সমুদ্র সৈকতে প্রাপ্ত জিরকন, ইলেমেনোইট, ম্যাগনেটাইট, রিউটাইলসহ বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে। এ সমস্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহারে আমাদের আরো কাজ করে যেতে হবে।

জ্বালানী নিরাপত্তা ঃ

- বঙ্গোপসাগরের জলরাশি এবং এর তলদেশে অবস্থিত নানাবিধ সমুদ্র সম্পদ উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে। জ্বালানী নিরাপত্তায় ইতোমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ফলে গভীর সমুদ্রের ব্লকসমূহে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের দীর্ঘ মেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রস্রোতকে কাজে লাগিয়ে বায়ুকল এবং পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙা শিল্প ঃ

- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ তৈরি করে বিদেশে রপ্তানী করছে। জাহাজ তৈরির Tonnage- বিবেচনায় এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৩ তম।
- খুলনা শিপইয়ার্ডে দেশি জাহাজ মেরামত করা ছাড়াও প্রথম বারের মত সমুদ্র এলাকায় Patrol এর জন্য একটি যুদ্ধজাহাজ নির্মিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাহাজ ভাঙা শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান আজ বিশ্বে ২য়। পৃথিবীর মোট জাহাজ ভাঙার ২৪.৮ % সম্পাদিত হয় চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে।

দক্ষ জনবল সরবরাহ ঃ

- সমুদ্রগামী জাহাজে পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক মানের জনবল তৈরিতে চট্টগ্রামের মেরিন একাডেমীর খ্যাতি বিশ্বজোড়া।
- ২০০৮ এ বাংলাদেশে মেরিন একাডেমীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি কিন্তু বর্তমানে দেশে সরকারি বেসরকারি ১৩ টি মেরিন একাডেমী রয়েছে। এ সকল মেরিন একাডেমী থেকে প্রতি বছর ৬০০ দক্ষ নাবিক ও মেরিন অফিসার দেশি বিদেশি বিভিন্ন জাহাজে যোগ দান করে অধিক হারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখছে। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেরিন একাডেমীগুলোর পাশাপাশি দেশে সরকারি আরো ৬ টি মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।
- সমগ্র বিশ্বে মোট বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। এ সকল জাহাজে দক্ষ নাবিকের চাহিদা প্রচুর। আমাদের লক্ষ্য হবে বিশ্বের সকল জাহাজে অন্তত এক জন দক্ষ নাবিক সরবরাহের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা।
- সমুদ্র-সম্পদের উপর গবেষণা এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ব্যবহারের জন্য জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একটি "সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়" (Ocean Scientific Community) গড়ে তোলার লক্ষ্যে কক্সবাজারের রামুতে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম "জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইন্সটিটিউট"।

পর্যটন ও পরিবেশ ঃ

- কক্সবাজার সমুদ্র-সৈকত, সেন্টমার্টিন্স এবং কুয়াকাটার নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অবলোকনে প্রতিবছর ছুটে আসছে লক্ষ লক্ষ দেশি-বিদেশি পর্যটক।
- পর্যটন-শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান, যা ঐ সমস্ত এলাকার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।
- বঙ্গোপসাগর বিধৌত সুন্দরবন মৎস্য প্রজননের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।
- বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের শ্বাসমূল বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) শোষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- স্থলভাগ, জাহাজ, সমুদ্রের গ্যাস-রিগ এবং অন্যান্য কাজকর্মের ফলে সমুদ্র প্রতিনিয়তই দূষিত হচ্ছে। তাই জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন তথা "সমুদ্রের সংবিধান" অনুযায়ী সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ রোধের লক্ষ্যে আইনী কার্যক্রমের উপর জোর দিতে হবে।

সমুদ্র-সম্পদ ও সমুদ্র-যোগাযোগ পথের সুরক্ষা ঃ

- বাংলাদেশের অধীনস্থ সমুদ্র অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে সমুদ্রপথে যোগাযোগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।
- নৌ-বাহিনীকে পেট্রোল জাহাজ ছাড়াও হেলিকপ্টার, Maritime Patrol Aircraft সরবরাহ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় দস্যুতা প্রতিরোধে কোস্টগার্ডকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিফেন্ডার বোট প্রদান করা হয়েছে।

শুধু স্থলভাগে নয়, এর সাথে সমুদ্র সম্পদের অধিকতর ব্যবহারই একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন ইতিহাসের মাইল ফলক। সমুদ্র এবং সামুদ্রিক সম্পদের সদ্ব্যবহার বাংলাদেশের উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সমুদ্রকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে শুধুমাত্র অধিকতর কর্মসংস্থানই সৃষ্টি হবে না বরঞ্চ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বাংলাদেশ সক্ষম হবে। তাই সমুদ্র নিয়ে পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে ফেলে সমুদ্র এবং সমুদ্র-সম্পদের ব্যবহার এবং সমুদ্রের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সবার সমন্বিত উদ্যোগ আজ ঐকান্তিকভাবে কাম্য।

- রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম
অতিরিক্ত সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপনের মাধ্যমে সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদ সম্পর্কে গণসচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

১৯৭৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার "দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড মেরিটাইম জোন্স অ্যাক্ট" প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে একটি বেইসলাইন, ১২ নটিক্যাল মাইলের সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইলের অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং কন্টিনেন্টাল মার্জিন পর্যন্ত মহীসোপান ঘোষণা করা হয়।

মিয়ানমারের সঙ্গে ৪০ বছরের সমুদ্রসীমা বিষয়ে অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ৮ অক্টোবর ২০০৯ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন আদালতের দ্বারস্থ হই। মাত্র ২৮ মাসের ব্যবধানে একটি সর্বজন স্বীকৃত রায়ের মাধ্যমে সমুদ্রে আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমুদ্রের তলদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের মাধ্যমে দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট সমুদ্রসীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের উপর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনজীবিকা নির্ভরশীল। এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয় চালু করার পাশাপাশি কক্সবাজারে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

সমুদ্র ও সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমি দেশের সকলস্তরের জনগণকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস সমুদ্রসম্পদের সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

'ইন্টারনেশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দ্যা ল অফ দ্যা সি' কক্ষে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনজীবী প্যানেল

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

বাণী

বিশ্বব্যাপী সমুদ্র কনভেনশন নামে পরিচিত জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনটি একটি কার্যকরী আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে আজ ৩০ (ত্রিশ) বছরে পদার্পণ করেছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও উন্নয়নশীল দেশ বিধায় বাংলাদেশের জন্য কনভেনশনটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অতিসাম্প্রতিককালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের সাথে ৪০ বছর ধরে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা নির্ধারণে জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনটি উপযুক্ত ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী নিরাপত্তা, খাদ্য/আমিষ ঘাটতি পূরণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের অধিকতর সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমুদ্রে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল একটি সমসাময়িক চাহিদা। সমুদ্রের বিশাল জলরাশি এবং এর তলদেশের জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সমুদ্রের লোনা পানি হতে লবন উৎপাদন ছাড়াও আমাদের সমুদ্র সৈকতে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রপ্তানি খাতে নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করবে। এছাড়া বায়ু প্রবাহ ও সমুদ্র স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের সঙ্গে এর উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবল নিয়োগ করার দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল তথা সুন্দরবনের বৃক্ষের শ্বাসমূল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সম্পদ এই সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গোপসাগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বঙ্গোপসাগরের সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা এবং সমুদ্রসীমা নিয়ে বিতর্কের একটি সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। "জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন" বাংলাদেশের এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমি 'জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশনের ৩০ (ত্রিশ) বছর পূর্তি'-উদ্‌যাপনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

মুসতাফা কামাল